সমকাল

তারিখ ... 30 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ১ ...

শিশু আবার ভারাক্রান্ত!

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী

ড. সুলতান মাহমুদ রানা

সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

গত ২১ জুন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, 'এ বছর থেকে এ পরীক্ষা (প্রাথমিক সমাপনী) যে আর হচ্ছে না– এটি নিশ্চিত।' শিক্ষানীতি অনুসরণ করে পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা এ বছর থেকেই শেষ হওয়ার ঘোষণা এসেছিল। ফলে শিশু শিক্ষার্থীদের মনে এক আনন্দময় উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। কিন্তু বিষয়টি মন্ত্রিসভায় অনুমোদন না হওয়ায় শিশুদেরকে এ বছর আবারও সমাপনী পরীক্ষায় বসতে হচ্ছে। সঙ্গত কারণেই শিশুদের আতঙ্কিত ও মলিন চেহারাটি আমাদের সামনে ভেসে উঠছে। আমাদের দেশে সরকার কিংবা মন্ত্রী বদল হলে শিক্ষা পদ্ধতি ও নিয়ম বদলায়। কিন্তু শিক্ষায় হঠাৎ এমন বদলি রেওয়াজ শিক্ষার্থীদের ওপর কেমন ও কতটুকু প্রভাব ফেলে তা নিয়ে সংশ্লিষ্টরা হয়তো গভীরভাবে ভেবে দেখেন না।

শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি মানেই প্রতিনিয়ত পরীক্ষা আর পরীক্ষা। প্লে ও নার্সারি থেকে শুরু করে প্রতিটি শ্রেণিতে শিশুকে অংশ নিতে হয় বিভিন্ন পর্বের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায়। একটি পরীক্ষা শেষ না হতেই শুরু হয় আরেকটি পরীক্ষা। পরীক্ষার এই বোঝা মাথায় নিয়ে ভারাক্রান্ত হতে হয় শিশুদের। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে ২০০৯ সাল থেকে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার পাশাপাশি পঞ্চম শ্রেণিতে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার প্রচলন হয়। বর্তমানে এ পরীক্ষাটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পাবলিক পরীক্ষা।

পাবলিক পরীক্ষা বিধায় ভালো ফল করার প্রতিযোগিতার পাশাপাশি শিশুদের প্রচণ্ড আকারে দুশ্চিন্তাও শুরু হয়। অভিভাবক ও বিদ্যালয়গুলোর মধ্যেও প্রতিযোগিতা চলে। মূল ক্লাস বাদ দিয়ে বিদ্যালয়গুলোতে শুরু হয় কোচিংয়ের নামে বাড়তি পড়াশোনা ও কোচিং বাণিজ্যের উৎসব। যদিও পাঠ্যক্রমে সৃজনশীলতা যোগ হওয়ায় কোচিং বাণিজ্যের সমাপ্তি ঘটার কথা ছিল, কিন্তু তা হয়নি। বরং দিনের পর দিন এ ব্যবসা বেড়েই চলেছে। সম্প্রতি সমাপনী পরীক্ষা বন্ধের খবরে কোচিং ব্যবসায়ীদের মনে কিছুটা মলিনতা দেখা দিলেও পুনরায় তাদের আনন্দই বিজয়ী হয়েছে। অন্যদিকে শিশুদের মনে ফিরে এসেছে আনন্দের বদলে মলিনতা।

গত বছর ১৯ আগস্ট বেসরকারি সংস্থার মোর্চা গণসাক্ষরতা অভিযানের 'প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা কোন পথে' শিরোনামে একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ পায়। এ প্রতিবেদনে তথ্য পাওয়া যায় যে, প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য গত বছর দেশের ৮৬ দশমিক ৩ শতাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কোচিং করতে হয়েছে। আর ৭৮ শতাংশ সরকারি বিদ্যালয়ে কোচিং ছিল বাধ্যতামূলক। ওই প্রতিবেদনে সমাপনী পরীক্ষা ঘিরে কয়েক ডজন অনিয়মের তথ্য উঠে আসে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পরীক্ষার হলে আসন বিন্যাসে অনিয়ম, হল পরিদর্শকদের মুঠোফোনে বাইরে থেকে উত্তর সরবরাহ করা, প্রশ্নের উত্তর মুখে ও ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে দেওয়া, একজনের উত্তর অন্যজনকে দেখার সুযোগ করে দেওয়াসহ অসংখ্য অভিযোগ প্রতিবেদনে স্থান পায়। এমনকি প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টিও উঠে এসেছে প্রতিবেদনে (সমকাল, ২০ আগস্ট ২০১৫)। এতে লক্ষ্য করা যায়, মূলত শিশু শিক্ষার্থীরা সমাপনী পরীক্ষার মাধ্যমে কতিপয় নেতিবাচক প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠছে। উল্লিখিত সব অভিযোগই মানসম্মত শিক্ষার পথে বিরাট অন্তরায় এবং গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য প্রচণ্ড হুমকিস্বরূপ।

> শিক্ষানীতি অনুসরণ করে পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা এ বছর থেকেই শেষ হওয়ার ঘোষণা এসেছিল। ফলে শিশু শিক্ষার্থীদের মনে এক আনন্দময় উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। কিন্তু বিষয়টি মন্ত্রিসভায় অনুমোদন না হওয়ায় শিশুদেরকে এ বছর আবারও সমাপনী পরীক্ষায় বসতে হচ্ছে। সঙ্গত কারণেই শিশুদের আতঙ্কিত ও মলিন চেহারাটি আমাদের সামনে ভেসে উঠছে। আমাদের দেশে সরকার কিংবা মন্ত্রী বদল হলে শিক্ষা পদ্ধতি ও নিয়ম বদলায়। কিন্তু শিক্ষায় হঠাৎ এমন বদলি রেওয়াজ শিক্ষার্থীদের ওপর কেমন ও কতটুকু প্রভাব ফেলে তা নিয়ে সংশ্লিষ্টরা হয়তো গভীরভাবে ভেবে দেখেন না। শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি মানেই প্রতিনিয়ত পরীক্ষা আর পরীক্ষা। প্লে ও নার্সারি থেকে শুরু করে প্রতিটি শ্রেণিতে শিশুকে অংশ নিতে হয় বিভিন্ন পর্বের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায়। একটি পরীক্ষা শেষ না হতেই শুরু হয় আরেকটি পরীক্ষা। পরীক্ষার এই বোঝা মাথায় নিয়ে ভারাক্রান্ত হতে হয় শিশুদের

শিশুদের সক্ষমতার কথা বিবেচনা না করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে একের পর এক পরীক্ষা আর বিশাল পাঠ্যক্রমের বোঝা। শিশুরা আনন্দে পড়াশোনার পরিবর্তে আতঙ্কে পড়াশোনা করছে।

২০১০ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাস্তর হওয়ার কথা। এমনকি শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা (পিএসসি) বিষয়ে কোনো প্রকার ইঙ্গিতও নেই। পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ুয়া একটি শিশুকে এত বড় প্রতিযোগিতার সম্মুখীন করে দিয়ে তার স্বাভাবিক বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়াকেই বরং বাধা দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে পড়াশোনায় কে কোন গ্রেড পেল, কে জিপিএ ৫ পেল– এসবই শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক– সবার চোখ শিক্ষা নয় বরং পরীক্ষার দিকে। শিশুরা এখন শিক্ষার্থী নয় বরং পরীক্ষার্থী। অব্যাহত চাপ শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রতি আকর্ষণের পরিবর্তে ভয়ই বাড়িয়ে দিচ্ছে। আগে উচ্চশিক্ষার আগে পাবলিক পরীক্ষা ছিল দুটি– এসএসসি ও এইচএসসি। এখন পাবলিক পরীক্ষা দাঁড়িয়েছে চারটিতে– পঞ্চম শ্রেণির পর পিএসসি, অষ্টম শ্রেণির পর জেএসসি, আর এসএসসি এবং এইচএসসি তো আছেই। শিক্ষানীতির একুশতম অধ্যায় 'পরীক্ষা ও মূল্যায়ন'। অধ্যায়টিতে 'পঞ্চম শ্রেণি শেষে উপজেলা-পৌরসভা-থানা (বড় বড় শহর) পর্যায়ে সবার জন্য অভিন্ন প্রশ্নপত্রে সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে' এবং 'অষ্টম শ্রেণি শেষে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। আপাতত এ পরীক্ষার নাম হবে জুনিয়র সার্টিফিকেট পরীক্ষা (জেএসসি)।' এ ছাড়াও উল্লেখ আছে, 'দশম শ্রেণি শেষে জাতীয় ভিত্তিতে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এ পরীক্ষার নাম হবে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা (এসএসসি)। দ্বাদশ শ্রেণি শেষে আরও একটি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এর নাম হবে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা (এইচএসসি)।'

পৃথিবীর কোনো দেশে পঞ্চম শ্রেণিতে পাবলিক পরীক্ষা হয় না। কিন্তু আমাদের দেশে পরীক্ষা তো হয়ই, বরং তা নিয়ে রীতিমতো ছেলেখেলাও হয়। চলতি বছরে (২০১৬) পঞ্চম শ্রেণিতে পাঠ গ্রহণ করছে সারাদেশের ৩০ লাখ শিক্ষার্থী। এরাই প্রাথমিক সমাপনীতে অংশ নেবে। ২০১৯ সালে অষ্টম শ্রেণিতে গিয়ে আবারও আরেকটি সমাপনী পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে। অবশ্যার বিচারে সেটিও প্রাথমিক সমাপনী হিসেবেই চালানো হবে। একইভাবে ২০১৪ ও ২০১৫ সালে পাস করেছে প্রাথমিক সমাপনী। এসব শিক্ষার্থীকে দ্বিতীয় দফায় আবারও 'প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা'র মুখোমুখি হতে হবে।

এভাবে প্রতিনিয়ত কোমলমতি শিশুদের পরীক্ষার মুখোমুখি করার অর্থই হচ্ছে মানসিকভাবে শিশুকে ভারাক্রান্ত করে তোলা। অথচ প্রাথমিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য হলো নৈতিক, মানসিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানবিক বিষয়ে শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও উন্নয়ন সাধন। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য, প্রবণতা ও আগ্রহ অনুসারে তাকে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা এবং পরবর্তী স্তরে শিক্ষালাভের উপযোগী করে গড়ে তোলা। অতএব, কীভাবে শিশুশিক্ষাকে অধিকতর আনন্দময় ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ উপযোগী করে তোলা যায়, সেদিকে সংশ্লিষ্টদের বিশেষ নজর রাখা দরকার।

sultanmahmud.rana@gmail.com